ঢাবিতে চ্যালেঞ্জে ছাত্রলীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রায় এক দশক ধরে অনেকটাই নিরুত্তাপ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বাইরে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর তেমন কার্যক্রম ছিল না। বিভিন্ন বাম ছাত্র সংগঠন মাঝেমধ্যে নানা ইস্যুতে বিক্ষোভ, মানববন্ধনসহ ছোটখাটো কর্মসূচি করলেও আমলে নেয়নি ছাত্রলীগ। ফলে বিনা চ্যালেঞ্জে দীর্ঘসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় একক আধিপত্য গড়ে তোলে ছাত্রলীগ। মাঝেমধ্যে সংগঠনটির অভ্যন্তরীণ কোন্দল আলোচনার খোরাক জোগালেও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জে পড়তে হয়নি। তবে কয়েকদিন ধরে সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যে কোনো মূল্যে ক্যাম্পাসে অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছে। আর এতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগের তীব্র বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে সংগঠনটিকে।

হঠাৎ করেই সামনে 'বহু প্রতিপক্ষ'

যে কোনো মূল্যে অবস্থানের ঘোষণা ছাত্রদলের

বিরোধিতায় সক্রিয় বিভিন্ন বাম সংগঠন

নিরাপদ পরিবেশ চান সাধারণ শিক্ষার্থী

প্রতিরোধ গড়ে তুলছে ছাত্রদলও। তাদের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী আহত হয়ে ভর্তি রয়েছেন রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে। এদিকে কয়েকদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ ও আহত হওয়ার ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তারা ক্যাম্পাসে নিরাপদ পরিবেশ চান। প্রায় এক দশক পরে শুরু হওয়া এ আধিপত্যের লড়াইয়ে ছাত্রলীগের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন বাম ছাত্রসংগঠন। কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছাত্র অধিকার পরিষদও ছাত্রলীগের একক আধিপত্যের বিরুদ্ধে কথা বলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাত্রদলের আহত নেতাকর্মীদের হাসপাতালে দেখতে গেছেন। বিবৃতিও দিয়েছেন তারা। পদ্মা সেতু ইস্যুতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ করে ছাত্রদল। ছাত্রলীগের অভিযোগ, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে 'কটূক্তি' করেছেন। আর তার পর থেকে ছাত্রলীগের বিভিন্ন হল ইউনিটের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে প্রতিহতের ডাক দেয়। এর পর গত মঙ্গলবার ঢাবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকে ছাত্রদল। তারা সংবাদ সম্মেলনে আসার সময় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় ছাত্রলীগের ■ **এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২**

ঢাবিতে চ্যালেঞ্জে ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হামলার শিকার হয়। পরে সেই হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দেয় ছাত্রদল। এদিন ঢাবির কার্জন হল এলাকায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ফের সংঘর্ষ হয়।

দুদিনের এমন সংঘর্ষে ছাত্রদলের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন রয়েছেন গুরুতর আহত। ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতেও সংগঠনটির নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মূলত দীর্ঘদিন ধরে নিরুত্তাপ ক্যাম্পাসগুলো গত কয়েকদিন ধরে বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

তবে ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্রলীগের এ সংঘর্ষে বেশিরভাগ আহত নেতাকর্মীই ছাত্রদলের। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনগুলো অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদলের পক্ষে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলাকে দেখছেন বিরোধী মত দমনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। বৃহস্পতিবার 'ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলার' প্রতিবাদে বামপন্থি আটটি ছাত্র সংগঠন এক যৌথ বিবৃতি দেয়। পৃথক বিবৃতিতে এ হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোটও। আট ছাত্র সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়, বিভিন্ন সময় ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা তাদের সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রমাণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি করেছে ভীতিকর ও অনিরাপদ পরিবেশ। এ হামলা বিরোধী মত দমনের বহিঃপ্রকাশ। ক্যাম্পাসজুড়ে ছাত্রলীগের এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলমান থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রলীগের পুতুল প্রশাসনের ভূমিকা পালন করছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদ অকার্যকর। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসমুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য পরিবেশ পরিষদের কাজ করার কথা থাকলেও প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় পরিষদটির অস্তিত্বের কথা শিক্ষার্থীরা ভুলতে বসেছেন। অবিলম্বে উপাচার্যকে পরিবেশ পরিষদের সভা আহ্বান করে ক্যাম্পাসে নিরাপদ ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নজির আমিন চৌধুরী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের (মার্ক্সবাদী) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়দীপ ভট্টাচার্য, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি সাদেকুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি আরিফ মঈনুদ্দিন, ছাত্র ফেডারেশনের একাংশের সভাপতি মশিউর রহমান খান, আরেক অংশের সভাপতি মিতু সরকার, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুনয়ন চাকমা ও বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাওফিকা প্রিয়া সই করেন।

এদিকে অপর বিবৃতিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ও ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্য লাঠিয়াল বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সেই সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করা এবং শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে।

ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদও। সংগঠনটির পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক সানাউল্লাহ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়। বিবৃতিতে ছাত্র অধিকার পরিষদ বলেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের সহিংস হামলা ও আগ্নেয়াস্ত্রের ঝনঝনানিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত, শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে গুলি চালালেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা পুরোপুরি নির্বিকার। বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ এ ঘৃণিত হামলার তীব্র নিন্দা জানায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। ছাত্র সংগঠনগুলোর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীবান্ধব কর্মসূচি। কিন্তু তথাকথিত দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে বরাবরের মতোই দলীয় রাজনীতির ক্রীড়নক হয়ে উঠেছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ওপর হামলা প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলেও তারা রিসিভ করেননি। তবে সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসাইন বলছেন, রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক অবস্থানের বিষয়ে অনেক সংগঠন কাজ করছে। ডেমোক্রেসির নামে কেউ যদি ক্যাম্পাস ভায়োলেন্স করতে চায় তা হলে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিহত করবেই।

এ বিষয়ে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত চিন্তা, মুক্ত মত প্রকাশের স্থান। কিন্তু ছাত্রলীগ অব্যাহতভাবে ভিন্নমতকে গলাটিপে রাখতে চাচ্ছে। ছাত্রদল এমন প্রহসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় শিকার হচ্ছে হামলা-নির্যাতনের। স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলো এসব নির্যাতন, ভিন্নমত দমন ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।